অভিমানী
এম আর হাসান
প্রচ্ছদঃ এম আর হাসান

দ্বিতীয় ইন্টারনেট সংস্করণঃ
১২ ডিসেম্বর ২০০৫ইং

প্রকাশকঃ
দেওয়ান আবদুল বাসেত
সম্পাদক, মরুপলাশ / রুপসী চাঁদপুর / মোহনা

কম্পিউটারে বাংলা কম্পোজঃ
বৃষ্টি এবং নদী

গ্রন্থ স্বত্বঃ লেখক

প্রকাশনার ২০ বছর
সকল যোগাযোগঃ
Email: marupalash@yahoo.com
marupalash@gmail.com
website : www.marupalash.com

কবিতার প্রতি নজর রেখে

কবিগন সব সময়ই নিঃসঙ্গ এবং দারুণ একাকী। পরিবার পরিজন এবং বন্ধু-বান্ধব পরিবেষ্টিত থেকেও কবিগন একা ভীষণ একা। কবিগন নির্জনতা পছন্দ করেন। সেই নির্জনতাই কবিদের বেশী বেশী কবিতার ফুল ফুটাতে সাহায্য করে। সেই বর্ণিল ফুটা ফুলই মানুষের মানসজগত সমাজ-দেশ এবং পৃথিবীকে বহুরঙে বর্ণিল করে তুলে। তাই কবি নজরুল বলেছেন- কবিতা আর দেবতা সুন্দরের প্রকাশ। সেই সুন্দরকে প্রকাশ করতে হয় সুন্দর দিয়ে। কবিরাও তাই করেন।

২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশের শেরপুর জেলায় জন্মগ্রহনকারী অষ্ট্রেলিয়া প্রবাসী এ তরুণ কবি এম আর হাসান তার হৃদয়ের সৌন্দর্য দিয়ে তার কবিতাগুলো লিখেছেন। শব্দে শব্দে কবি দারুণ অভিমানী। হৃদ যন্ত্রণা-প্রেম-আবেগ কবির কবিতায় বর্তমান। কবি যখন কবিতাগুলো আমাকে পাঠিয়েছেন, ঠিক তখন থেকেই আমি বহুবার কবিতাগুলো পড়েছি। কবিতাগুলোতে একটু আলাদা রসবোধ রয়েছে। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, মরুপলাশ এর সুপ্রিয় বিশাল পাঠকদের জন্য প্রবাসী এ কবির একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করবো। অবশেষে সেই সুপ্রিয় পাঠকদের হাতে তুলে দিলাম এক প্রবাসী কবির কাব্যগ্রন্থখানি। পাঠকগনই বিচার বিশ্লেষণ করবেন এ কবির কবিতা নিয়ে। আপনাদের মতামত পেলে কবি প্রেরণা পাবেন, সাহস পাবেন। আর আপনাদের সে মতামত আমরা প্রকাশ করে দেবো আমাদের ওয়েবে। লিখুন।
সবাই সুস্থ থাকুন।
ভালো থাকুন।

দেওয়ান আবদুল বাসেত
সম্পাদক, মরুপলাশ/ রুপসী চাঁদপুর
রিয়াদ, সউদী আরব
ডিসেম্বর ০৭, ২০০৫ইং
অগ্রহায়ণ ১৪১২ বাঙলা।

ক্ষুব্দ অভিমানী কবির *অভিমানী* কাব্যগ্রন্থে যে সকল কবিতা স্থান পেয়েছেঃ

লাবণ্যবতীরা / পরিনাম / প্রত্যাবর্তন / সিজোফ্রেনিয়া / ভ্রমর / ভাইরাস্ / চক্ষুশূল / এক গ্লাস জলে বিষ / ফুলবালা / প্রাচ্য-কথা / তাহাদের কথা / একদিন কঙ্কাবতী ও রাজপুত্তর / অভিমানী / আগুন / কথন / ভালোবাসি না / অসুখ / তাসের ঘর / অপেক্ষা / গিয়েছে যা কবেই যেতো / অন্তর্দহন / নিবাস / গোপন-কথন / মনমাঝি / উত্তোরণ / কোথায় তারে পাই / ইতি, তোমার অভি / যেখানে ছিলাম আমি / একদিন হঠাৎ তুমি আমি / লজ্জাবতী.

লাবণ্যবতীরা

লাবণ্যবতীরা কী চাও আমার কাছে !
দেবার যে কিছু নেই আজ; অন্য দরজায় কড়া নাড়িয়ে দেখতে পার
কতোগুলো লোভী উৎসুক হয়ে বসে আছে ।

বলতে পারো লাবণ্যবতী, তোমরা এতো বোকা কেন ?
সাপ খেলার সহজ কৌশলটা ধরতে পারলে না
অথচ আমি কি দেখে ছিলাম শুনবে
আমি দেখেছি তোমরা না - তোমরা না একেকটা নিজেই সাপ
নিজের ভিতরের রূপটাকে দেখিয়ে দিলে, ওঝাকে করলে দেশান্তর
প্রথম দর্শনেই আচেনাকে করলে শিকার, দিলে প্রলোভন !
এমন কেন কর ? বলবে আমায় ? বলবে না তো - বেশ ।

চোখের দিকে তাকিয়ে মিথ্যে বলতে তোমাদের চোখ কাঁপে না
বুকের ভিতর বুক ঢেলে দিয়ে আর কতো জনাকে বলতে পারো
‘ভালোবাসি তোমায়‘!

আজ আর লাভ নেই, আমার দেবারও কিচ্ছু নাই
ঘর ছিলো আমার খাক করে উড়ে গেছে .....
যেমন করে খুদ খাওয়া পায়রা গুলো কোথাও কোথাও উধাও হয়ে যায়
আচমকা ভয়ে ;
ঠিক তেমনি করে উধাও হয়ে গেছে আমার বিকেলের রোদ ।

লাবণ্যবতীরা এই দরজায় আর কড়া নাড়িও না
দেবার যে আমার কিচ্ছু নেই
কিচ্ছু নেই ।

পরিনাম

গড়ের মাঠে নামিয়ে দিলে রামছাগলের সাথে
কাঙগালী ভোজে জুটল জাউ ভাত - এক মশক জল ;
উড়ে এল কিছু ভূষণ্ডির কাক, এঁটো না পেয়ে আমাকেই করল তাড়া
তুমি ছিলে ওদিকটায় --- কখন ভোজ সারি,
কখন আসি ফিরে।
হাত ধরলে আমার --- চুম্বন দিলে এঁকে
আলিঙ্গন করলেম --- বেঁচে থাকার পথ গেল খুলে।

ঐ দূরে একটা নদী দেখা গেল
আমরা ছুটে গেলাম ঠিক মোহনায়
পদ্ম ফুল ফুটে ছিল তখন, - 'কী সুন্দর !
এই বলে পাঠালে আমায় তুলে আনতে;
গামছা বেঁধে নেমে পরলুম ঝটফট
আমায় দেখে কতোগুলো ভেঁতো সাপ হাঁসফাঁস করে উঠলো
ইশারায় তাড়িয়ে দিলেম, যেন কিছুই নয় এসব
নাব্যতায় ভেসে আসা কতক হাঙ্গর ছিল সেখানে
চোখ টপকে উঠে এলো ডাঙ্গায় ;
হঠাৎ ফিরে তাকালাম, চিৎকার করে বললেম, 'ওরা কারা'?
তুমি বললে, 'ওরা আমার বন্ধু' !

শুনে নিশ্চুপ রইলেম খানিকখন; জলের উপর গড়িয়ে গেল
কয়েক ফোঁটা জল .....
হাতের মুঠোয় ধরা পদ্ম নিয়ে ভাসিয়ে দিলাম নিজেকে ।
তুমি আর জানলেনা কখন ডুবে গেলাম
রইলে ব্যস্ত হাঙ্গরদের সাথে

প্রত্যাবর্তন

তুমি কিন্তু বড্ড বেশী সিগারেট খাচ্ছ
একটু কমিয়ে দিও, পারলে ছেড়ে দিও
আর লেখাপড়ায় মনোযোগ ; ফালতু আড্ডা -
ওসব সামান্য কমিয়ে ক্লাসিক্স পড়বে বেশী বেশী
খাওয়া-নাওয়া-ঘুম সব যেন ঠিক সময় মতো হওয়া চাই
কবিতা লিখা চালিয়ে যাবে আগের মতো, এবং প্রতিটি কপি
নেহাৎ জেরক্স হলেও পাঠিও ভালোলাগবে
আঁকা আঁকি মানে ছবি আঁকা ছেড়না যেন,
শিল্পীর ছোঁয়ায় কতো কিছু জীবন পেয়ে যায় - আর্টিষ্ট তোমায় হতেই হবে
আর চিত্র কর্মের বিষয় বস্তু বিশ্লেষণ করে লিখে জানিও
আমি কিন্তু কক্ষনই বলবো না আমায় মনে রেখ
তোমার কর্মে, তোমার শিল্পে, তোমার সব কিছুতে আমি যে ভীষণ রকমে
মিশে আছি ; তা তো আমার অজানা নয় তাই ভয় করি না
আমায় রেখে, একা রেখে, একা করে
অচিন হতে চেনা মানুষে যাচ্ছ বলে ।

ও শোন, এই শার্টটা কিন্তু আর পড়বে না - তোমায় বড্ড হ্যাঙলা দেখায়
চুলের ষ্টাইলটা ঠিক-ই আছে, তবে
আমার হাতের মুঠোয় ঠিক আঁটে না বলে খানেক বড় রেখ
সকালে এই টুথ ব্রাশ, চুল পরিপাটি করতে এই চিরনী
ঔষধ গুলো ঠিক ঠাক মতন চলবে, চশমার ফ্রেইমটা বদলে নিও
প্রয়জনে ডাক্তার বৈদ্য দেখাতে যেন', কে শোনে কার কথা !

ও --- আর চিঠি লিখো,
খুব বেশি লিখার আবশ্যকতা নেই যখন ইচ্ছে হবে তখন
পৌঁছেই জানিও, মনে থাকবে তো ?
আর ভালো থেকো, খুব ভালো থেকো
অন্ততঃ আমার জন্যে ।

সিজোফ্রেনিয়া

মুখ থেকে খসে যাচ্ছে বিবর
চামড়ার আবরণে খেটে যাওয়া আলক্যামির লিলিপুট রসায়ন
অলিতে গলিতে ঝুলছে এক্সপায়ারড-আনএক্সপায়ারড
মুখের দিকে তাকালে চোখ পিছলে হুমড়ি খায়
সামারসল্টিং গ্লাইডিং কতো কতো খেলা চলে
ক্যাঙ্গারু-শাবকের মতন বেরিয়ে থাকা এক খাবলা বুকে
সি ইজ সো হট, সি নোওজ দ্যাট
ডোনট চেইক দ্যা ওয়েদার
আঁচল টানতে পারেনি সভ্যতা
দুক্খ হয়
একটাও মেয়ে ভিন্‌চি জন্মালো না কোনো কালে
মহিলা রবীন্দ্রনাথ অথবা মাইকেলএন্জেলোর উইমেন ভার্সন
দেখে যাবার খুব সাধ ছিলো
কেউ কি আছেন আমায় নিয়ে দু-পাতা কবিতা
প্রোটরেইট, ভাস্কর্য
অথবা বিকেলের সমুদ্র স্নানে পিঠে তুলে এক দৌড়ে দিগন্ত ছুঁতে
নভেরা আহামেদ, জ্যোৎস্না নিয়োগী আরো কিছু মহিয়ষীর কথা বাদে
জানি, আপনারা হাসছেন আমার কথা শুনে
উন্মাদ নই ওয়ারেন্টি দিচ্ছি
অ্যাই ডোনট বাইট
ওয়েল অ্যাই উইল কিপ মাই মাউথ শাট্
ব্যাস্ আর কয়েকটি কথা শুধু বলতে দিন
উত্তর-আধুনিকতার অপব্যাখ্যাও হতে পারে অথবা আমি পশ্চাৎপদী
ইউরোপ আমেরিকায় দেহ ব্যবসা এতো জমজমাট
নেভেদাকে যদি বলি পৃথিবীর বৃহত্তর বেশ্যাখানা
কেউ কি আপত্তি করবেন ?
কে কে করবেন হাত উপড় করুন
বিলিভ্ মি
গুলি করে হত্যা করবো না
কেউ বাধ্য করে না কাউকে
আইন সমান, অধিকার সমান,
আছে সোসাল সিটিউরিটি
অন্ততঃ এসব ক্ষেত্রে ল' এন্ড অর্ডার ইকুয়াল
আমাদের মতন ভাতে মরে না এরা

মাধবীরা আর সমান নয় সবখানে
যেমন নয় ছেলে মানুষ ছেলে পুরুষ
জাগো নারী জাগো
আমরা সবাই তোমার ভেতরের মানুষ
আমি চাই আমার মতন অনেকেই চায়
জেগে ওঠো নারী বেলা বয়ে যায়
কি ভাল্‌লাগছেনা এসব কথায়
ও-কেঃ মজার ঘটনা বলি
আমার সাথে কথা হয়েছে
এসে ছিলেন
খুব কাছে
জানতে চাইলাম ঈশ্বরী কোথায়
বললেন, তিনি না'কি নিরাকার
তারপর,
তারপর খুব কৌতুহল হল লিঙ্গ ভেদে মানুষ বানালো কেন
ধ্যাৎ মোটেই রসিক নন
কিচ্ছু না বলেই চলে গেলেন
আমায় দু-চোখে দেখতে পারেন না
চুপি চুপি বলছি কাউকে বলবেন না কিন্তু
ও প্রসঙ্গে ফিরে আসি
কিছু কিছু মেয়েদের আমিও মেয়ে মানুষ বলি
কি দোষ আমার ভাই ব্যাক্তি ভেদে বাক্য গঠন
এ নিয়ে সভা সমিতি করার কি আছে
সবাই তো আর তুলসি পাতা নয়
গরু থাকলে গো-চানাও থাকে
যখন চৌদ্দ গোষ্ঠী তুলে গাল দেয়
পত্রিকাওলারা সেসব কিছু ছাঁপে না
ভাবছি পত্রিকা পড়াই ছেড়ে দেবো
লিখো যা খুশি লিখো
'আমি কি ডরাই সখি ..... '
চোরাগুপ্তা হত্যার মতন আমার হৃদয়কে
ওয়েল ডান স্টেইক বানিয়ে দিয়েছে
আমি কি গরু-ছাগল না'কি ?

(শাট্ আপ !
ডক্টর এসে কড়া এক ডোজের মরফিন দিয়ে গেলেন ।)

ভ্রমর

তোমার নামটা জানি কি গো ? অর্পিতা না'কি অর্পণ
বাসের ভেতর থেকে সেদিন চাপা কণ্ঠে তোমার মা'কে
খুব ব্যস্ত স্বরে তোমায় ডাকতে শুনেছি
তোমরা কী কথা বললে পরস্পর !

আজ তোমার দেখা আমার সাথে ;
সেই বাসের, সেই সে পথ, পথের যাত্রায় আবার থমকে দাঁড়ায় আমার চোখ
এখনও কি খোঁজে - ! হঠাৎ কোন ধ্বনিস্বর আহ্বানে
আমায় আবারও প্রলম্বিত করতে পারে খানিকক্ষন !

বড্ড নিষ্ঠুর তুমি,
জানো ভালো করে তোমার নাম জানি না
কথায় কথায় বলার জন্যে অন্ততঃ একটা ডাকার মতন নাম তো চাই
আচ্ছা তোমায় আমি রোহিনী বললাম
ভয় পেও না, আমার ভ্রমরের রাগতঃ রোষে প্রক্ষেপিত হবে না কোন দিন
সে কালের কালো চক্ষু নিয়ে মরেছে মূহুর্ত পাবার ঠিক কয়েকটা মূহুর্ত পূর্বে
উফঃ কি বলবো ! তোমার চোখে জ্বালা ধরে যাবে
তুমি এখন যাও, যা---ও তো
আমার ভালো লাগছে না
তোমাদের আঙ্গিনায় তোমাদের মা দু'হাত বাড়িয়ে অপেক্ষমান
আমার বুকটা শুধু বিরান ধূঁ ধূঁ

তুমি যাও, যা---ও তো
তোমাদের বাসের পথ, পথের যাত্রায় আর কক্ষনও পা মাড়াব না
অবিন্যস্ত চাহিদা শুধুই কষ্ট দেয়, শুধুই কষ্ট দেয়
তোমরা কেউ জানলে না
জানবেও না
ভ্রমর আমার কে ছিলো ?

ভাইরাস্

'আই লাভ ইউ' -
কি ? শোনা মাত্র হৃদ কম্পন ঘটলো
তাই না ?
রিখ্টার স্কেল পাতলে শুনতেন অশনি সংকেত
বিশ্বাস করুন এটি একটি ভাইরাস্
ধ্বসিয়ে দিয়ে ছিলো সভ্যতার ইতিহাস
যুগে যুগে
ধ্বংস স্তুপের ভেতর আগাছার মতন বেঁচে গেছি আমি
থ্যাংস্ গড্ ।

সময় থাকতে সাবধানি হোন
আপনার ভালো চাইছি বলেই বলছি
না হয় শেষে ওপেন হার্ট সার্জারীর ঝক্কি পোহাতে হবে
শল্য, কাঠি, গজ, প্লায়ারস্, সিজরস্, রকত্ শুধু রকত্
প্রয়োজন হলে পাবেন না কিন্তু
এ দেশে ব্লাড ব্যাংকেও ডাকাত পড়ে
আপনার ব্লাড গ্রুপ কি নেগেটিভ
সেরেছেন ..... !
বলছি, সাবধানি হোন
এ সব নিশ্চয় ভালো লাগবে না আপনার
যদি একটা পেস্মেকার বসিয়ে দেয়
তা হলে তো কেল্লা ফতে
নকল হৃদয়ে ভালোবাসবেন কি করে ?

চক্ষুশূল

তুমি হাত ধরতেই আমার অস্তিত্বের পন্চম তারটি ছিঁড়ে যায় কেন
তুমি কি রাক্ষুসী যে তোমার ছোঁয়ায় বারম্বার আমার অপভ্রংশ ঘটে?
তুমি যে কি
তা তুমি, কিম্বা আমি, অথবা ওরা কি জানে ?
জানবার কথাও নয়,
এক অপ্রচলিত কৌশলে তুমি মৎস শিকার করো
এই নতুন কলা সাধারণের গম্যে অসাধ্য, অপাচ্য ভোজে রসনা
অথচ মজার ব্যাপার কি
এই আলাদিনের চেরাগকে আমি তোমার ভেতরে ডুবে গিয়ে আবিষ্কার করেছি
দাওঃ দাওঃ একটা ধন্যবাদ তো দিবে আমায়
থাকঃ থাকঃ ওসবের আর দরকার হবে না
তুমি যা করো, যা কিছুই তুমি ভাবো,
তা যে অবান্চিত, অপ্রত্যাশিত এবং অনর্থক উম্মাদনা
সবার চোখের আলো-কে ধূলো দিয়ে
পিকাসোর চিত্রকর্ম চুরি করবার মতন !
এই ধরো, পাহারায় জনা বিশেক লোক তুমি তার ভেতর একজনকে
পটিয়ে ধরাশয়ী করে দিলে
বেচারা ! আহাঃ কি আর করবে বীরের মতন সবাইকে খুন করে
তুলে দিল তোমার লিপ্সা হাতে
এসব ছাড়ো, যথেষ্ঠ লোক হাসিয়েছো, বয়স হয়েছে
মেনে নাও, মানুষ কি আর চিরদিন বাঁচে না'কি ?
লাভ-এন-ম্যাজিকটাচ্ ওসব খেলা দেখবার সময় আমার নেই
আমি তো চুনো পুঁটি নই যে গ্রেইট বেরিয়র রীফ্ দেখেই শান্ত হয়ে গেছি ;
গভীর আটলানটিক থেকে ভারত আবার আরব সাগর এতো সাত ঘাট
ঘুরেও পচা জলে স্নান দিই না
আমার ধাঁত্ অহ্মে, জাত বড় পাত্ যদি হয় অপাত্র
সাগর আমার কাছে জল ভর্তী পিপা ছাড়া আর কিছুই নয়
যদি না তা হয় মানস সরোবর
তোমার তো আবার নক্ষত্ররাজির আকাশে ধুমকেতুর সমুদ্র পতন না দেখলে ঘুম আসে না
তুমি পারোও বাবাঃ এতো সয় তোমার ?
এভাবে আর টিকে থাকতে পারবে না, নতুন উপায় বের করো
পোস্টমর্ডান মোড়কে রেখে তার ভেতরে সদরঘাট ওসব জারি-জুরি

ফুরনোর সময় হয়েছে
মানুষ এখন সব বোঝে, কিন্তু কিচ্ছু বলে না
এখন সবাই শুধু গিলে
তুমি রাস্তায় বেরুবে, রাস্তা শুদ্যো তোমাকে গিলে ফেলবে
পরক্ষনেই ভূবন ভোলানো হাসি দিয়ে বলবে, 'ভালো আছেন'?
এ যেন স্যান্ডলারের কোন কমেডি সিনেমার কিয়দংশ
এ ভাবেই চলছে সব
অথচ এই রাতেও তুমি কালো চশমায় চোখআবৃত
সংসদ ভবনে গিয়েছ না ? ঐ সব ঝালমুড়ি-বাদামের ভেতর যে সুখ
তা ভবনের ভিতরে গিয়ে খেয়ে দেখো অরুচি ধরবে
আর কি ভাবে মানুষ বোঝায় শুদ্ধতার সঠিক সংজ্ঞা
যদি ন্যূনতম সংজ্ঞা-ই না থাকে তোমার
যাও
চোখের নিমিষে
দূর হয়ে যাও
তুমি আমার চোখের বালি নও;
তুমি আমার,
চক্ষুশূল !

এক গ্লাস জলে বিষ

ইচ্ছে করে এক গ্লাস জলে বিষ মিশিয়ে দিই
কিছু কিছু মৃত্যু অপ্রয়োজনীয় নয় ..... বটে,
যেমন জর্জ বুশদ্বয়কে তো চেনোই
যা কান্ড করে দেখালো
পৃথিবীর মানুষ অন্ততঃ ভুলে যাবে না
এরাও স্ত্রী-কন্যা-পুত্র নিয়ে সংসার করে
অবাক হই ভেবে
ক্রীস্মাস এলে যীশুকে প্রার্থনা দেয়
ভন্ডামির কোন সংঙ্গা হয় না
এই তো সেদিন এক মুসলমান ভাই কে দেখলাম
মদের সাথে হালাল চিকেন খুঁজতে
এ তো গেল মানব-চরিত
সেদিন বারউড পার্কে গেছি আলোকচিত্রের কাজে
এক সাদা বলে বসলো, হোয়াই ডিড ইউ টেইক
দ্য পিকচার ওফ্ দ্যাট বিল্ডিং'?
গোলাম আলী আর গোলা বারুদ কী এক জিনিস হলো ?
কি করে বোঝাই আলোর সৌন্দর্য কারে বলে
যদি সেখানে আলোই না থাকে !
রঙ আমার কলো, কি আর করি
পরজীবি হয়েই থাকি সাদা দেশে
এখন সব হচ্ছে গে খাবো খাবো বাণীজ্য
এ ক্ষুধার যেন শেষ নেই
তস্কর আর তক্ষকের বধ্যভূমি
চিরায়ত সবুজ-পাহাড়-মরু-বরফ-সাগর সব কিছু
রাজা বলো আর রচয়িতা-ই বলো সব-ই
চাষাড় চামাড়
স্যরিঃ মুখ ফস্কে বড় বেশি কথা বলে ফেললাম
ধরোঃ ধরোঃ এই গ্লাসের জলটুকু খেয়ে নাও দ্রুত
আমায় আবার ও পাড়ায় যেতে হবে
ব্লেয়ারকে দেখতে .....

২৩.১০.২০০৫/সিডনি

ফুলবালা

- ফুলবালা ও ফুলবালা ফুল দিলি না আজ ?
- বকুল ফোটেনি বাবু, ঝড়ে গেচে সকালেই
- একটা মাধবী না হয় দিয়ে গেলি
- ওতে তোমার মন ভরবে ?
  কি জানি বাবু, কোন খেয়ালে পেয়েচে তোমায়
- না রেঃ আমি বেশ আছি
  এই দেখ না জ্বর সেরে গেছে
  মা কালির দিব্যি আমি সুস্থ্য
  কবিরাজ মাশাই কি দাওয়া দিয়ে গেল
  মেজাজটা ভীষণ ফুর্‌ফুরে এখন
  কাল থেকে আবার ইস্কুলে পড়াতে যাবো .....
- বৌ ঠাকুরাণ জানে তোমায় যে কর্কটে ধরেচে
- ও তো আর আসেনি রে .....
- সে আসেনি ? কি বলচো !
- তুমি শিগ্‌গিরি একটা তার করে দাও
  নিকে্ দাও জলদি চলে আসুক
- কি হবে এসব করে
  আমার দিন গোনা প্রতীক্ষায় এনে
  কোন মানে হয় বল ?
- নাঃ বাবু, আমি মানতে পারচিনে
  তুমি তাকে আসতে বলো
  একা মানুষ, পরে আচো এখানে
  দেক্‌বার একটি নোক্ পর্যন্ত নেই
- যে চলে যায় তাকে কি আর বেঁধে রাখা যায়
- তা না হয় যায়নে
  সে তো তোমার সহধর্মীনি
  পাশে না থাকলে ধর্মে যে বড় অর্ধম হয়
- ফুলবালা, সব ফুলে কি আর মালা গাঁথে ?
  সব ফুলে ভ্রমরও বসে না
  তুই আমায় কটা বকুল দিয়ে যাস কাল .....

প্রাচ্য-কথা

লাশে লাশে ভরে গেছে শহর ।
মরা জ্বরার শোকে মাতাম লুসিফার-ক্যাসপাররা ঠোক্কর খায়
চিয়ার্সঃ চিয়ার্সঃ বলে চিৎকার করে ওঠে ইয়াঙকীরা
এ হলো র‍্যাটল স্নেইকের জেতা জেতা রেইস খেলা !
ভয়ে পড়ে আছে কিছু কুর্দীর দল
আফগানী খেজুরে আজ বিষ মিশ্রিত
সওদা আর সা-উদ একই আয়নায় মুখ দেখে
সরে যেও না মানবাধিকার গোষ্ঠীর দল
অধিকারা না-ই দিতে পারলে
পাশে থেকো - এরা বড় অসহায় ।
এতিম শিশুর ক্রন্দন সেখানে আনসেন্সরড
ইথারেও চলছে কন্সপেরেসি
দোষ হোক, ভুল হোক, না-ই হোক কিছু
শিশুরা শুভ্র
জননীর আত্মাকে তেলে জ্বালীও না
পথ ছাড়ো
পথ ছাড়ো
হিটলারের দোসর ।

তাহাদের কথা

আমরা এখন আর তোমাদের কেউ নই
আমাদের কেউ কেউ গড়েছে নিজেকে
তোমাদের নিপাট আভরণে
আদল দেখলে চেনাই যায় না
টেন টু টোয়েন্টি !
কেউ কেউ সাহেব হয়েছে
বিলেতে গিয়ে ভীম ধরে ছিলো কিছুটা সময়
রতি পেয়েছিলো রাতারাতি
তারপর দেশে এসে 'এ মা কি ধুলো রে .....'!
আর যারা সওদাগর হলো দুধে জল মিশিয়ে ?
তাদের কথা বলো না
ওরা আছে সবচে সুখে
ভুলে গেছে পান্তা ভাতে ঘি ঢালা
খাঁটি ঘি তো মেলাই ভার
খাবার জন্যেও রাখেনি কিছু নিজেরাই
বাদ দাও ওদের কথা ।
পাতি নেতাও ছিলো কেউ কেউ
গেছো ব্যাঙ দেখেছো না ?
এরা হলো ওরা
অতীতকে মনে রাখেনি বড় হবার পর
ভুলে গেছে জল-আর-মাটির আবাস ।
বাকী সবাই রয়ে গেছি আমরা
উপনিষদে পুরনো পৃষ্ঠা যেমন
জ্বরা টোটা ছেঁড়া ছিন্ন
শহুরে রাস্তায় হঠাৎ উড়ে আসা
উটকো পলিইথিনের মতন ।

আর তুমি সে আর বলতে .....
রঙ চোঙ চাইনিজ ইংলীশ দরবার দস্তাবেজ
এ সবেই মেতে উঠলে সময়কে সময়
একদিন তোমার অপিসে এলাম
বললে চা না কফি
কড়া রোদের দুপুরে
ভাত না খাওয়া বাঙালীর

গরম পানিয়তে চলে ?
মশকরা করলাম
সে যা-ই হোক ।

একটা বেনসন দাও দেখিনি
দুটো টান দিয়ে আরাম করে কথা বলতে বেশ লাগে
বাইরে এতো কনকনে শীত
এবছরও নির্ঘাত কিছু বুড়ো, কিছু শিশু অক্কা পাবে
কেন যে জন্মায় এরা ?
সকালের রেডিও শুনেছো ?
বোমা মেরে ভাসিয়ে দিয়েছে দেশকে
ভাই ভাইকে মারে এ কোন জালেমের দেশ রে বাবাঃ

ও কি ? আমার সিগেরেটা আবার নিভে গেলো কেন
একেও বোমা-ভাই ধরলো নাকি
যা দিনকাল পড়েছে
দেশলাইটা দাও তো
হুম্‌ম যা বলছিলাম
জালেমের দেশ, ঠিক জালেমের দেশ
ঈমান নাই কারো
এদের আগে ধর্‌
ধর্‌ ধর্‌ ধর্‌
সব শালা হারামখোর
উফ্‌ প্রেশারটা গেলো বেড়ে
দম নিতে পারছি না
উফ্‌ হুফ্‌
পানিঃ পানিঃ পানিঃ

(গ্লাসটা আনতেই ভেঙ্গে ছিঁটকে পড়লো মেঝেতে)

একদিন কঙ্কাবতী ও রাজপুত্তর

একদিন কঙ্কাবতী ও রাজপুত্তর !

১ . কঙ্কাবতী

দ্বিধা রেখো না মনে
হাত পেতে রেখেছি হাত ধরতে পারো
কান পেতে আছি
একবার সাহস করে আবারও বলে ফেলতে পারো
বাঙলাতেই বলো, 'ভালোবাসি'
উত্তর যদি না পাও
প্রশ্ন করো না
শিখিয়ে দিও প্রতিউত্তর
কাছ থেকে দূরে সড়ে যেও না
বুকের ভেতরে জমে ওঠা
তীব্র রক্তকে প্রশমিত হতে দাও
হৃদয় আমার আজ বড় ব্যাকুল
ভ্রষ্ট পাপ হতে ফিরে
যদি আমি ভালো হয়ে যাই
যদি আমি তোমার আগেই ঘুমিয়ে পড়ি
মাথায় হাত বুলিয়ে দিও
কঙ্কাবতীর মতন উঠে দাঁড়িয়ে বলবো
কইঃ আমার রাজপুত্তর
যদি ঘুম কোনদিন আর নাই ভাঙে
ধরে নিও
মেঘের প'রে স্মৃতির প'রে
সময়ের পরের সময়কে ধরতে
হাঁটছি তোমার হাত ধরবো বলে
দ্বিধা রেখো না মনে
যখন হাত ধরবো তোমার
অন্য কেউ যদি থাকে পাশে
পাশ কাটিয়ে তবু বলবো
এইযে এসেছি

ধীরাজ
ক্ষমা করে দাও বিগত ভুল, মিথ্যে কিছু সংলাপ
কিছু কিছু কঠিন প্রতীজ্ঞা
মাশুল গুনছি আমি
কৃপা করতে কৃপন হইও না তখন ।

২ . রাজপুত্তর

যে পাপ তাপে জ্বলছি
যে ছোঁয়ায় বিষ খেতে গিয়েও
বেঁচে মরে গেছি
যে ঈশ্বর আমার ছিলো না কাছে
মেনেছি তাকেও
যে অনুরাগে তানসেন বৃষ্টি ঝড়ায়
যে অভিমানে বেটোভেনের সিম্ফনী আমার আকাশকে
মেঘে ঢেকে দেয়
যে মূর্ছনায়
হিংস্র শ্বাপদের চোখও জলে ভেজে
ভলোবাসা মানে স্বাধীনতা নয়
ভালোবাসা মানে নিজের সব কিছু বিলিয়ে দিয়ে
পরাধীনতা
আজগের তুমি যখন আমার ছিলে
যেমন আমি ছিলাম তোমার পরাধীন, সুখ ছিলো
এখনকার তুমি পরাধীন নও
ভোগী-যোগীতে বেশুমার ভেদ
বহু দিন পর এসেছো শাপ মুক্তি-ভিক্ষায়
কোনো মানে হয় না এসবের আর
পুরোহিত মশাই কি মন্ত্র ভুল পড়ে ছিলো ?
ঈশ্বরকে ডাকো সাক্ষী ছিলেন তিনি
প্রশ্ন কোরো তাকে
দ্বিধা রেখো না মনে
আমি চললুম
অনেক কাজ বাকী পড়ে আছে ।

অভিমানী

১.
কোথা যাও অভিমানী, কোথা যাও
চলে যাও কোথা
এই উপত্যকা এই আকাশ-নক্ষত্র-সগর ছেড়ে
কোথা যাও অভিমানী ?

আজ আমি
উদাসী শব যাত্রীর মতন শশ্মান হারিয়ে কেঁদে ফিরি
এ পথ ও পথ যাই যেতে যেতে পথ হারাই
দেখিনা তোমার দেখা, দেখিনা তোমার হাত
হাতের আঙুলে আমার আঙুল জড়ানো খেলা
আজ আমি
বড় অভাবি তোমার জন্যে
এই আমি আমার যৌবন এর কিছুই দেবার নেই
আজ আমার
থেমে গেছে জীবনের সব আয়োজন
সময়ের অপেক্ষায় সময় ফুরোবে বলে .....
কথা দিলাম অভিমানী
তোমায় আমি কষ্ট দেব না
একবার এসো, এসে দেখে যাও
আমার অসুখ ।

২.
অভিমানীও জানে না আর কতো দূর এ পথ চলা
পায়ে হেঁটে
একাকী
কতোটা-ই বা পারে মানুষ, কতোটাই বা পায়
প্রবোধ দেয় মনকে
ফিরে যাবার পথ খুঁজে
মনকে বোঝায়
বোঝে না মন
শুধু বলে,
কেউ যেন আর ভালো না বাসে
আভিমানীর মতন ।

আগুন

কিছু কথা যেন আবার বলি, কিছু কথা থাক পরে বলি
কিছু কথা যেন সকলে বলি, মাথা সোজা করে দাঁড়িয়ে বলি
'আমার সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালোবাসি' ।

কিছু কাথা যা এ জাতীয় বললে পরে বন্ধু রোষে
হরতাল দাও, হরি-তাল দাও, হাঁড়ে তাল দাও
কথার শেষে অর্থনীতি কথার কথায় বেজায় সুখি
যেমন ধর রাস্তাধারে ঐ যে যুবক
উদাস মুখো কর্ম হ্রাসে
পাশের যাত্রি রিক্সা বসে ফোঁড়ন কাঁটে
বেকারঃ বেকারঃ বেগাড় খাটে
তার কী হবে ?

এমন কথা বলতে গেলেই নাপিত রাজা রাজ্য ভুলে
কানের ডগার মশক খুঁজে হাতির পিঠে
তারা কি আর তোমার মতন আমার মতন দুক্খ বোঝে
এমন রাতে ভাত না খায়
অভাব বোঝে ?
শুন্য থালার শুন্যতা যে শুন্য আঁকে
তোমার মাথায় আমার মাথায়
ঘরের চালে খড়ের গাদায়
গায়ের মাঠে রাখাল ছেলের বাঁশীর সূরে
দুক্খ যে কী দূঃখীরা জানে
জল-ভাত আর নোন্তা জলে

কিছু কথা আজ বলাই উচিৎ
পুরনো কথা .....
কানের কাছে ঘ্যান্ঘ্যানানি প্যাক্প্যাকানি
ঐ যে আমার বুকের নিচে হা করা এক মস্ত ফোঁকড়
তার ভেতর এক মস্ত গলি ; ঐ খানে-তে সাপের বিষে নেউল কাঁটে
ভীষণ ভয়াল কষ্ট আঁটে ; দেখবে কিছু ?
পরেই দেখাই
আজ-কে না হয়' কাল-ই দেখো
কিছু দেখা থাক তোমার আমার

দুঃখের কথা দেখতে গেলে ঐ যে আগুনঃ
আগুনঃ আগুনঃ
আগুন জ্বলে বুকের নিচে ।

কথন

১.
আলো এনে আঁধারের মুখ ঢেকে বললে,
'তুমি এতো উতলা কেন ?
ভালোবাসা যুদ্ধে বুকের কোথাও যেন
বড় একটা কষ্ট লুকিয়ে থাকে
তুমি কি জানতে না ?'
২.
আমিঃ
কি করে জানবো .....!
এতোকাল তো প্রভাকরের ছায়া হয়ে ছিলাম ;
তুমিই তো আমায় সত্যিকারের আলো দেখালে ।
১.
তুমি সত্যি বলছো তো ?
২.
বিশ্বেষ হচ্ছেনা বুঝি ?
১.
তোমার ভেতরে যে তুমি সে-ই তুমি যদি আমি হতাম
তবেই এ হতো প্রেমের একীকরণ ।
২.
ধরেই নাও আমরা মিশে গেছি যুগল হাওয়ার তরে ।
১.
ধরে নিলে কতটা নেয়া হবে !
২.
এতো অহঙ্কার কেন ?
তোমায় তো ফাঁকি দিচ্ছি না কোথাও !
১.
ফাঁকি শব্দের মানে বোঝ ?
২.
আমি তোমার কঁনক চাঁপার ফুল যে, অলকে জড়িয়ে খোঁপা করেছি
এখন আত্মায় শুধু কথপোকথন ।
১.

তুমি আত্মা মানো ? ঈশ্বর বিশ্বেষ করো ?
২.
আমার ঈশ্বর সে তো তুমি ।
১.
আচ্ছা তুমি রবিন্দ্রনাথ পড় ?
২.
আমার রবিন্দ্রনাথ হলো তুমি,
আমার শিল্প-নৃত্যকলা-সব তুমি
১.
এতো ভালো কেন বাস ?
২.
জানিনে তো !

ভালোবাসি না

জলে কি ধুয়ে যায়
জলে কি ধোয়া হয়
জলে কি ধোয়া যায়
ভালো কি বাসা হয়
ভালো কি বাসা যায়
কখনো সখনো কি-যে কথা গুলো
আকাশে বাতাসে ভেসে ভেসে যায় ।

ভালো কি বাসি না
বাসি না বাসি না
ভালো কি বাসি না তারে ?
ভালো তো বাসি না
ভালো যে বাসি না
কেন তবু তারে ঘুরে ফিরে বারে বারে
মনে পরে যায় !

অসুখ

একদিন উওর গোলার্ধ কেমন করে জানি
দক্ষিণ গোলার্ধকে ভালোবেসে ফেললো ;
মেঘ থেকে আগুন এনে মশাল জ্বালালো
উওর গোলার্ধের একটা মস্ত অসুখ ছিল ।

দক্ষিণ গোলার্ধ অবগুণ্ঠনে আড়াল করে কপোলে কাজল ভাসালো
চোখ যতোটুকু পোড়ে তার-ও বেশী পোড়ে মন ।

উওর গোলার্ধের একটা মস্ত অসুখ ছিল
জানতো না ভালোবাসা বড্ড কষ্টের ।

তাসের ঘর

থাকে না'কি কিছু প্রেম, পত্রালাপ
অপলাপ সব-ই ;
বাসে না'কি কেউ ভালো এতো বেশী
যাকে নিয়ে হয় বাসর-বসত !

তাহলে কি এতো কিছু সব অহেতুক তুকি-তাকি্
খড়িমাটি সমাচার ---
মুছে যায় সব-ই
মনে র'য় না ;
দূরে গেলে, সব-ই দূর হয়ে যায়
দেখা যায় না ।

অপেক্ষা

তোমার আসতে আর কতো দেরী !
আমার যে বেলা পড়ে এলো, গোধূলী এই এলো বলে
খনিক পর্-ই কঠিন রাত
কি করে আসবে বলো ?
পুস্প-রাত আর কতো অপেক্ষা করবে
কি করে আমরা ভালোবাসবো বলো ?

তোমার আসতে আ---র কতো দেরী !
হেমন্ত শেষ হয়ে এলো, নবান্ন ফুরলো, শীত চলে গেল
এই বসন্তে একবার এসো -
আমরা নিঝুম সাগরে ডুব সাঁতার দেবো
বনবিথিকায় গুন্‌গুন্ গান ধরবো, চন্দ্রতিথীর আলো সাজাবো
একবার এসো এই বসন্ত বেলায়
আমি-যে ভীষণ অপেক্ষায় আছি !

গিয়েছে যা কবেই যেতো

গিয়েছে যা কবেই যেতো, যা ছিলো যার যাবার কথা
টিনের বাক্সে আঁকার খাতা, কলম-দোয়াত, জল-তুলি-রঙ,
আধ-ভাঙ্গা বুক, বাঁধানো ফ্রেইম আর সুখ-সারীদের কেচ্ছা কথা
যাবেই তো সব - যাচ্ছে যেমন
জীবন না---কী
কুড়িয়ে পাওয়া পথের জীবন ।

ভয় পেও না নিতাই মাশাই
এই রাতের এই ভর দুপুরে চাঁদ যে গেল, গেল-ই গেল অন্ধকূপে
এই ভূবনে আমরা যারা চাঁদের আলোর ভারসা করি
চাঁদ কি জানে দিনের বেলায় সূয্যিমামা ঘুমিয়ে বেড়ায়
আড়তদারের গুদাম ঘরে ;
আমরা থাকি ভাতের আশায়
কাক শৃগালে ঠুক্‌রিয়ে খায় ।

গিয়েছে যা কবেই যেতো, সম্ভ্রম সব কুমারী নারীর
আলতা পরা, আলতো ধরা সুখ-পরীদের সুতোর মাথা
বৃহন্নলার হাতের ডগায় আষ্টে পৃষ্টে জড়িয়ে বাঁধা
যা ছিলো যার যাবার মতোন, এমনি তে যায়,
যায় ছিঁড়ে যায় সুখতলি আর নতুন জুতো
যায় চলে যায় বাঁধন যতো আত্মীয়তায় অনাত্মীয়ে ।

অন্তর্দহন

যে জন মনের ভাষা বোঝে, যে জন মনের কথা বলে তারেই তো বন্ধু বলে
তাহলে, তোমরা যে যা-ই বলো সুতনুকা আমার বন্ধু-ই ছিল ।
দেশ বিভাগের পর যখন কলকাতা ছাড়ি
ষ্টেশানে বিদায় জানাতে এসে চোখ ভিজিয়ে বললে,
'আবার কবে আসবে ?'
আমি চোখের দিকে তাকাতে পারিনা ;
দুঃখের নীল মুখটা কত বির্বন যেন
ট্রাম লাইনের শুকনো দড়ি ।
একদিন সংস্কৃত কলেজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে
নিবেদনের যে কথা আমি তোমায় বলেছিলাম
তার মর্মার্থ আজ বুঝি হৃদয়ে বড়ই কাঁটা হয়ে বিঁধে আছে
এর চে' ভালো ছিলো ময়দানের মাঠে গলা চেঁচিয়ে মিথ্যে বলা ।

তারপর, অনেক অনেক দিন চলে গেছে
জানিনা আমার বন্ধু সুতনুকা আজ কোথায় আছে
কেমন আছে !

নিবাস

আড়াল করে লুকিয়ে বললে 'ভালোবাসি'
কতো বেশী তা কেমন করে বলি !
সূর্যে স্নাত হয়ে ধোঁয়াময় আরাধনা আর
নূতন ভোরের কুয়াশাকে সাথি করে
ভুলতে বসি কষ্টের সূচনা ;
শুকনো খস্‌খসে্ কাগজের পাতায় মুষিক প্রেমের চেতনা আঁকি
নব আলোক প্রভায়ঃ
গাঙ্-পাখী তার দীঘল বুকে ছুরি লেপনে আনন্দ ধায়
কীটানু তার পাখনা মেলে নির্মল জল তরঙ্গে ।

কষ্ট তার সবই সমান
কাকের গৃহে কোকিল দুক্‌খের মতন ।

গোপন-কথন

- এই কোথায় আছ ঃ

: আসছি ।
এ বাড়িতে ইঁদুরের বড্ড উৎপাত
খাবারে ঢাকনা দিতে হবে যে ।

- এই কোথায় গেলে ঃ

: আসছি বাবাঃ
ঐ-বুঝি দুধ উপচে পড়লো !
বেড়ালটা আবার এসেছে, কী জ্বালাঃ
রান্না ঘরে শেকল দেয়া হয়নি,
ও-মাঃ জানালা বন্ধ করা হয়নি ;
এই নাও ধর তোমার চা, ক-ই ধরঃ জুড়িয়ে গেল তো ।

- কতো কাজ তোমার শুনিঃ
বসো না একটু, শান্ত হয়ে বসো তোঃ

: হুমঃ বলো কি হয়েছে ?

- হয়নি, তবে হবে বোঝা যাচ্ছে .....

: বাজে বকবে না বলে দিচ্ছি ।

- ও-মা আমি বলবো না ?
ও বুঝি তোমার একার !

: তা নয়ঃ

- তবে ?

: তবে কি আবার - এ হলো দিত্বের একীকরণ ।

- মেয়ে হলে নাম রাখবো 'ভ্রমর',
ছেলে হলে রাখবো 'অনুরণ' !

পাঠকবৃন্দ এই গল্পের এখানেই যবনিকা । কবির জীবনের সাথে কল্পনার মিল সে তো আর হবার নয় .....

দুক্খ দিয়ে সাজানো বাগান, কেন তাতে ফুল ঝড়ে না
কেউ জানে না, কেউ বোঝে না
তোমার বড়ির সামনে দিয়ে বৃষ্টি ভিজে একলা এমন
চলার কথন একলা যখন
কেউ শোনে না ;
কখনো এমন রাত্তি আসে ঘুমের মতন
চোখ পোড়া মন কাঁদে যখন
অনেক কথার কাঁপুনি তখন
দুক্খ এমন হয় যে কখন
গোপনঃ গোপনঃ সকল-ই গোপন ।

মনমাঝি

করুন কোন সুখের টানে মন মাঝি তার নৌকা ভাসায়
একলা,
একলা,
একলা ভাসায় ।

কেউ আসে না শুন্য মনের শুন্য দ্বারে
কেউ বলে না ভালোবাসি তোমায় আমি সত্য করে ।

শুন্য খাঁচা শুন্য থাকে
আসে না পাখি বলেনা কথা
হৃদয় মাঝে তপ্ত ব্যথা
নিত্য সঙ্গী .....

অবুঝ হৃদয় বাঁধ মানে না, বোধ মানে না
হঠাৎ কেমন পাল্টে ফেলে অনুরাগের নিয়ম রীতি ।

উত্তোরণ

বিদগ্ধ মনঃস্তাত্ত্বিক পথ পেড়িয়ে কবি এসেছেন
এখন তিনি ক্লান্ত
অবসন্ন দেহ
চোখে ঘুম ঘুম অবসাদ
কবি এখন ক্লান্ত
তিনি ঘুমোবেন ;
বেদুয়িন মরু-প্রান্তর দেখে
জল-তেষ্টা হয়েছিলো তার
আফ্রিকার দূর্ভিক্ষ, মধ্য প্রাচ্যের অশান্ত আকাশ
আমেরিকার বর্ণবাদ কৃষ্ণপক্ষের মতন কালো
কবি জীর্ণ তখন -
খুব বিষাদ জমে উঠে তার চোখের ফাঁকে ফাঁকে ।

হাতে বিষাক্ত ছোবল খেতে খেতে তিনি
রূদ্ধ দরজার আগল ভেঙ্গে চৌকাঠের ওপাড়ে
আলো জ্বেলেছেন
শিখে নিক্ পৃথিবীর মানুষ
শুদ্ধ তাপ নেবার সূক্ষ্ম পদ্ধতি ।

কবিকে এখন ডেকো না
তিনি ক্লান্ত
অনেক দিনের না ঘুমানো চোখ তার
একটুকু ঘুম চাই ।

কোথায় তারে পাই

কোথায় তারে পাই আমি, কোথায় গেলে পাই
মন যে আমার ভয়েই মরে সাত-সতের বসত-বাড়ি আশঙ্কাতে
হাউ-মাউ সব ভয়ের স্বপন আচমকাতে
জেগে দেখি শুন্য শিয়র শির্ শির্ শরীর কাঁপে
কোথায় আমার এক পশলা বৃষ্টির পর ঘুম ভাঙানী
সোহাগ স্বামী কোথায় তুমি
কোথায় গেল মান-ভাঙানোর ধিন্-ধনা-ধিন্ নাচের আসর
কোথায় গেল অভিমানের আঁচল ভেঙে আদর দেবার অভিযানী
কোথায় তুমি ?

দুয়ার খুলে সেই যে গেলে
জীবন পাথার পাড়ি দিলে ;
ভূবন আমার উথাল-পাথাল, শোবার বালিশ-লিখার খাতা
চায়ের চামচ, দুয়ার দেবার বিড়াল তাড়া
বিলাস-বহুল একলা লাগে
আমার ভীষণ একলা লাগে তোমায় ছাড়া
হালের বলদ সে-ই-সে আমার কৃষক তরুন
ভেবেই মরি কেমন আছ, কোথায় আছ
কেমন করে যাচ্ছে তোমার দিনের বেলা রাতের আলো
আমায় ছাড়া ?
আর পারিনা, এই না দেখ তৃষ্ণা জাগে তোমার লাগি
কষ্ট বহে মনের ভিতর
আমার ভীষণ একলা লাগে
আমার ভীষণ একলা লাগে তোমায় ছাড়া ।

ইতি, তোমার অভি

অভিধান থেকে মুছে দাওনা এইসব শব্দ
প্রেম-প্রণয়
পরিণতি শব্দটাও কেটে দিও
ভালোবাসার বিপ্রতীপ কোণ গুলোকে রাখার
কোনো মানে হবে না আর
অনর্থক বিন্যাস ব্যঞ্জনা উচ্চারিত না হলে
ক্ষতি ছিলো না
আদরের নাম গুলো ডেকে ডেকে অভস্ত্য না হলে
আনকোরাই থেকে যেতো সেসব
কেঁদে-কেঁটে চাইলে তা-ই দিয়ে দিলাম
তলানিতে পড়ে নেই একখানাও বাকী
সব শুন্য কোরে দিয়েছি
কখনই বলতে পারবে না ভালো কিছু কম বেসেছি ।

যদি এমন হতো
তুমি যেতে চেনা পথ ধরে
পদার্থ অপদার্থ যাই হোক কিছু একটা হোতো
চকিত চাহনি করতে সম্বরণ
তাহলে আজ এই ক্ষণে
ভুল করে ভালোবেসে ফেলতে না ;
প্রিয়তমাঃ
এখন পারো কি ভুলতে আমায় ?
ভুলে যদি যেতে চাও
দিও আমাকে-ও ভুলিয়ে
প্রিয়ংবদাঃ
আকাশে লিখে দিয়ে যেও
ভুল করে কেউ যেন আর ভালো না বাসে ।

লেফাফাটা এখন মলিন ধূসর ধূলো লেগে আছে
পেনসিলে লিখা ক' খানা পঙ্‌তি
মুছে দেয়াও সহজ
আরো সহজ নিজের ভেতরে নিজেকে লুকানো

তোমার লিখা কথা গুলো ধ্বসে পরা বাড়ি থেকে
পুরনো ইট খসিয়ে নিয়ে গেছে
নতুন ইমারত
সেই চেনার পথের বাঁকে
ঘাঁই খাওয়া মাছের মতন আমার আত্মা
অশথ্ গাছের ছায়া হয়ে নেমে
কোন এক রোদেলা দুপুরে
আলসেমিতে কাকঁন বালার হাতে একটু ধাক্কা লেগে গেলে
ভুত দেখার মতন রামঃ রামঃ বলে চমকে উঠো না
মনে আছে কথা দিয়ে ছিলাম কাছেই রইবো !

এক দন্ড থাকতে পারতে না
অজস্র বার্তায় সততঃ টেলিপ্যাথির সবগুলো স্নায়ু সচ্ক থাকতো
কাঁতরতায় চোখের সেই জল
আমি এখনো শার্টের আস্তিনে মুছে দিতে দিতে
কতো বুড়ো হয়ে গেছি দেখ
সুখ হলো না তোমার - তবুও ঃ
পোড়া দুই চোখ
একটাই তো হৃদয়
অভিধান থেকে আজ আমি তুলে নিয়ে গেলাম
সুখে থেকো

ইতি
তোমার অভি ।

যেখানে ছিলাম আমি

প্রয়োজন হবে না তোমার অপ্রয়োজনীয় কোন কাজেও
আমায়
ভোরের রেল গাড়ীতেই তুলে দিও
চলে যাই যেখানে ছিলাম
আমি
কিছু নিয়ে যেতে তো আসিনি
চাইতেও আসিনি অর্ধেকটা আমার
অথচঃ
এতো ব্যথা দিয়ে গেলাম সব্বাইকে
বুক পকেট গলে সব বেরিয়ে গেল গল্ গল্
চেপে ধরেও পারলাম না ঠেকাতে
আমি তো দেখাতে চাইনি
যা যা আমার নেই
চোখ বুঁজে থাকলেই পারতে
মতিহারকে লিখা নজরুলের চিঠিখানা কে যেন
ছিঁড়ে কুটি কুটি করে আমার বুকের ভেতর জ্বালীয়ে দিয়েছিলো
আমি তো দেখাতে চাইনি
কই আমার ক্ষরণ
তুমি উঁকি না দিলেই পারতে !
কে জানতো
আমিও কি জানতাম ?
যদি না
এই বালিসটা বুকে জড়াতাম
মানুষ ভালো কেন বাসে রে
মানুষ ভালো কেন বাসে
ভালোবাসা তো ভালো নয় রে
মানুষ ভালো কি করে বাসে ?

সাহস ছিলো না আমার
দিলে সাহসি করে
গ্রীক পুরাণের সেইসব বীর
আগামেনন হেক্টর কতো কি সেজে এলো আবার
পালিয়েও গেলো

সেই যে তোমার পাশে বসে থাকা চুপচাপ মানুষটা এতোকাল
ভালোবাসলো সে দিব্বি রইলো পাশেই
কোথাও গেলো না
তার কাছে আমি হেরে গেলাম
সবকিছুর ঊর্ধ্বে
আমি যে কিছু নিতে আসিনি
কিছু দিতেও নয়
অথচঃ
এতো ব্যথা দিয়ে গেলাম সবাইকে .....

যাবার আগে বিছানাখানা গুছিয়ে দিয়ে যাই
নাঃ বোলো না প্লিজ
কোচোয়ান এসে তাড়া দিয়ে যাবে এখনি
সময় বয়ে যায় ভোরের স্টেশানের
এই নাও গুছিয়েছি .....
হিস্ হিস্ রেলের লোহার চাকা শুন্য বুকটাকে
মাড়িয়ে চললো যেখানে ছিলাম
আমি
আশীর্বাদ করি
ভুলে যেও আমায় ।

একদিন হঠাৎ তুমি আমি

১.

শুতে দেবে তোমার পাশে বালিসটা পেতে ?
ঘুমে জড়িয়ে আসছে কথা
জবুথুবু আবোল তাবোল কি সব বকছি
আমায় ধরোনা একটু শক্ত করে
আরো একটু চেপে ধরো
তোমার বুকের ওমে্
কতোকাল বাদে তোমায় খুঁজে পেলাম
আমার আজন্ম সম্পদ
এতো দিন কোথায় ছিলে লুকিয়ে ?

কতো কথা আছে তোমার সাথে
আমার ঘরে
জানো এক বিন্দু জল ছিলো না
কলসি কাঁখে নিয়ে বেরুতাম পুকুর ঘাটে
রমণীয় যা কিছু ছিলো
দেখে ঈর্ষা করতো জলে পড়া ছায়া, পাড়ার বধূ
এক বর্ণ প্রেম ছিলো না
তোমার আঁকাআঁকির খাতাটা
দেখ দেখ
কতোটাই রঙহীন ঊষর
দেখই না চোখ বুলিয়ে
আমায় একটু দেখ
একবার চোখ মেলে দেখ না
কোথাও ভাঁজ পড়েনি নাভীর ওপর মাত্র একখানা ঢেউ
রেখেছি তোমার আদরের লোভে
যা কিছু আমার রখেছি স্-ও্-ব তুলে
এতো দিন তুমি ছিলে কার কাছে ?
হাড় ভাঙতে ভাঙতে সেই জনা যেই জনা
আমার আর্শীকে দিয়েছে ভাঙ্গি
এতো কাল কার অভিশাপে ছিলে তুমি ?

এই নাও জলটুকু ধরো
এই ঘর এই তোমার বাড়ি

থম্ থমে্ নিরবতা আজ সরবে রচাও
আমিও যে পথ চেয়ে
সেই আজন্ম বৈষ্ণবকেই ভালোবেসেছি
ভগবানের কতো কৃপা
তোমার দেখা দেখালো
দ্যুতিহীন এই চোখ দুটো মরে ভ্রমর হয়ে ছিলো
দাও না আজ সোহাগ শিহ্রণ
দিক্ষা দাও সহধর্মে ।

২ .

আমি তারে ভালোবাসি না
তারে আমি ভালোবাসি না
আমি তারে ভালোবাসিতে পারি না
নাঃ নাঃ নাঃ নাঃ নাঃ নাঃ
আমি তারে ভালোবাসি না
আমি তারে ভালোবাসিতে চাই
নিজের সাথে লড়ি চোখের জলে ভাসি
আমি তারে ভালোবাসি
আমি তারে এতো ভালোবাসি
তারে আমি এতো ভালোবাসি
সুরমা পাহাড় কাটি চোখের পাতায় পরাই
পদ্মলতায় মাখি লাল আবির
কপোলে, গ্রীবায় .... চোখের তারায় দিই ক'টা ফোঁটা
সূর্য ওঠাই তার কপালে
কান্স্রুনজঙ্ঘার সব স্বর্ণরেণু দিয়ে সাজাই সিঁথি
আমার চোখে সে প্রথম চোখ মেলে দেখে
লক্ষীর ঘরে কৃষ্ণের বাঁশী
সে আমায় বলে
এতো সুখ
কোথায় ছিলে তুমি এতোদিন আমায় ফেলে
কতো রাত পাশটা খালি পরে ছিলো
কার কাছে ছিলে জমানো এতোটা সন্চয় নিয়ে ?

লজ্জাবতী

ঐ ডাগর ডাগর চোখ গুলো ছুঁতে দেবে ?
দেবে কিছুটা সময় অপলক আলাপের ?
তৃষ্ণায় ছাঁতি ফেটে যায়
আকাঙ্খায় অবরুদ্ধ মন কতোটাই মানে
যদি ভালো আর না-ই বাসা হয়
যদি কাছের পাশ না-ই পাওয়া যায়
যদি হঠাৎ ফিরে দেখি
সেই কাছ পাশে নাই
যদি কথার পিঠে
না-ই আঁকি কথা
সুলতা পদ্মনয়না
হে সুহাসিনী সুহৃদ
সুভাষিণী সুকুমারী
সস্ত্র হও
তোমায় আজ এঁকে দেবো
দুই হাত ধরি
পিঠের পরে পিঠ ঠেকিয়ে বসি
তখন ঃ
নখের সীমানায় নদীর মতন আঁকিবুঁকি দিও
বুলিয়ে দিও ঢেউয়ের পরের আস্তরণ
পলি পড়ে থাকা চরের জমিনে
ফসলে দিও ভরি
আজন্ম খরার রোদে ঘুরি
সবুজ দেখি না
কতোকাল !

যদি ভয় এসে ভর করে
তোমার মনের পরে
যদি তীর ভেঙ্গে
না-ই আসা হয় সুভা সুজাতা
কাঁদিয়ে বুক ভাসিও না
লক্ষীন্দর ভেসে যাবে অলক্ষ্য অলিন্দে

তারচে চলো আজ এই সময় টাকেই বলি
আরো কিছুক্ষণ
আরো কিছুটা
আরো কিছুটা সময় ঃ
এভাবেই করি পার
মুখখানা তোলো লজ্জাবতী
লুকোতে হবেনা আর
আমিই যাবো লুকিয়ে
লজ্জাবতী মুখ তোলো
সময় নেই আর ...
এই মূহুর্তটা সাথে নিয়ে গেলাম
ঈশ্বরকে বলবো,
সুখেই আছো ঈশ্বরীকে পেয়ে
একটা অনুরোধ রেখো
আমার
শেষ আর্তনাদে
পার্বতীকে আগল ভেঙ্গে আসতে দিও
একবার
একবার
সনাতনি সংস্কারকে দিও একটু ঝাঁট
একটা বার-ই তো
শেষ
দেবদূতেরা এসে নিয়ে যাবে ।

এরপর থেকে আর কেউ কোনোদিন
ডাকবে না সেই নামে
লজ্জাবতী
ও আমার লজ্জাবতী
সুহাসিনী সুহৃদ সজন
ভালো থেকো তার কাছে ।

সমাপ্ত